ঝিনাইদহে টায়ার লাগানোকে কেন্দ্র করে ট্রাকের হেলপারকে পিটিয়ে হত্যা

ঝিনাইদহে ট্রাকের টায়ার লাগানোকে কেন্দ্র করে আলআমিন (২৪) নামের এক ট্রাকের হেলপারকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। ঝিনাইদহ শহরের বাইপাস এলাকায় শহিদুলের গ্যারেজের সামনে এ ঘটনা ঘটে। সোমবার রাতে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। সে হরিনাকুণ্ডু উপজেলার বড়-ভাদড়া গ্রামের আকরাম হোসেনের ছেলে।

নিহতের মা অজলা বেগম অভিযোগ করে জানান, আলআমিন প্রায় ৫ বছর ট্রাকের হেলপার হিসেবে কাজ করে আসছিল। রোববার দুপুরে একটি মোবাইল নাম্বার থেকে কল আসে আলআমিন খুবই অসুস্থ্য। একথা জানার পর সে ঘটনাস্থলে আসে। তখন আলআমিন তাকে জানায়, ট্রাকের টায়ার লাগানো নিয়ে কথাকাটাকাটির একপর্যায়ে ট্রাক ড্রাইভার ও টায়ারের দোকানিরা মিলে তাকে বেধড়ক মারপিট করেছে। পরে মুমুর্ষ অবস্থায় স্থানীয়রা ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করলে সোমবার রাতে তার মৃত্যু হয়। তিনি ছেলে হত্যার দৃষ্টান্তমূলক বিচার দাবি করেন।

এদিকে পুলিশ জানিয়েছে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রকৃত দোষিদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

ঝিনাইদহে তীব্র গরমে অতিষ্ট জনজীব

ঝিনাইদহে তীব্র গরম আর রোদে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে জনজীবন। সকাল ৮ টার পর থেকে তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করে। বিকাল সাড়ে ৫ টা পর্যন্ত তাপমাত্রার বারুদ উঠতে থাকে। কয়েক মাস বৃষ্টিপাত না হওয়ায় গরমের মাত্রাটা বেড়েছে।

তীব্র গরমে সব চেয়ে বেশি দুর্ভোগে পড়েছেন খেটে খাওয়া নিম্ন আয়ের মানুষগুলো। প্রকৃতির এমন আচরণে প্রাণ ওষ্ঠাগত তাদের। রোদের তেজে প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হচ্ছেন না অনেকেই। কাজের চাপে বাড়ি থেকে বের হয়ে একটু স্বস্তি পেতে গাছের ছায়াতলে আশ্রয় নেন অনেকেই। গত কয়েকদিনের অব্যাহত তাপমাত্রায় বেশি কষ্ট পাচ্ছেন রোজদাররা।

শহরের পবহাটি এলাকায় আসা শৈলকুপা উপজেলার দুধসর গ্রামের ভ্যানচালক আমিরুল ইসলাম বলেন, ভাই কয়দিন খুব গরম পরচে। ভ্যান নিয়ে বাইরে আসা যাচ্চে না। গা ঘামে জাম ভিজে যাচ্চে। সকালে হাটে কলা আনিচি। কলা নামায়ে অস্তির হয়ে গেছি তাই গাছতলায় বসে আচি।
একই এলাকার ভ্যানচালক জাবেদ আলী বলেন, গতকাল রোজা থাকে খুব কষ্ট হয়চে। সকালে একটু গরম কম লাগলেও দুপুরের পর অসহ্য গরম লাগচে। বাইরে বের হওয়ায় যাচ্চে না।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার উদয়পুর গ্রামের চাষী সাহেব আলী বলেন, ২ দিন হলো প্রচন্ড গরম পড়ছে। মাঠে কাজ করা যাচ্ছে না। পাট নিড়াতে হবে তাই মাঠে এসেছি। কিন্তু রোদের যে তাপমাত্রা তাদের বেশিক্ষন কাজ করা যাবে না।
এদিকে প্রচন্ড গরমের কারণে বেড়েছে ডায়রিয়াসহ গরমজনিত রোগ। বিশেষ করে আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরা।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মেডিসিন রোগ বিশেষজ্ঞ ডা: জাকির হোসেন বলেন, গরম জনিত রোগ থেকে রক্ষা পেতে হলে বাশি-পঁচা খাবার পরিহার করতে হবে। তাছাড়াও ইফতারের ভাজা-পোড়া খাবার কম খেতে হবে। প্রচন্ড রোদ এড়িয়ে চলতে হবে। যথাসম্ভব ছায়া-শীতল স্থানে থাকতে হবে।

শৈলকুপায় বৃষ্টির আশায় মাঠে নামাজ আদায়

প্রচন্ড খরতাপে পুড়ছে জনজীবন। রোদ আর গরমে অতিষ্ট হয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষ। বৈশাখের অর্ধেক মাস পেরিয়ে গেলেও নেই বৃষ্টি।

বৃষ্টির না হওয়ার কারণে নষ্ট হচ্ছে ফসল। নেমে গেছে পানির স্তর। দেখা দিয়েছে পানির তীব্র সংকট।

তাই বৃষ্টির আশায় ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার উত্তর মির্জাপুর গ্রামের মাঠে বিশেষ নামাজ (সালাতুল ইস্তেখারা) আদায় করেছেন গ্রামবাসী।

মঙ্গলবার সকাল ৭ টার দিকে মির্জাপুর গ্রামের খোলা আকাশের নিচে ফাঁকা মাঠে নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। নামাজ শেষে অনাবৃষ্টি থেকে মুক্তির জন্য বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন উত্তর মির্জাপুর জামে মসজিদের মাওলানা ইমাম মোহাম্মদ উল্লাহ।

এ বিষয়ে ইমাম মোহাম্মদ উল্লাহ বলেন, দীর্ঘদিন বৃষ্টি না হওয়ায় মানুষ পানির জন্য খুব বিপদে আছে। বৃষ্টি বা পানির জন্য আল্লাহ সালাতের মাধ্যমে চাইতে বলেছেন। আল্লাহর কাছে চাওয়া সুন্নাত। আর চাওয়াকে আরবিতে সালাতুল ইস্তেখারা বলা হয় অর্থাৎ পানির জন্য দোয়া করা।

মেহেরপুরে নতুন চার জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুর নতুন করে আরও চার জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে এক জন সদরের, দুই জন গাংনী উপজেলার ও বাকি একজন মুজিবনগর উপজেলার বাসিন্দা।

আজ মঙ্গবার সন্ধ্যায় সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানায়, গত ২৪ ঘন্টায় ২১ জনের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্টের মধ্যে পজেটিভ আসে চার জনের। আর নেগেটিভ আসে ১৭ জনের। নমুনা পাঠানো হয়েছে ১৮ টি।

সূত্রে আরোও জানা যায়, সর্বমোট ফলাফল এসেছে ৬৫৬২ টি, সর্বমোট পজিটিভ ৯০৬ জন, সুস্থ ৭৯৩ জন, মৃত্যু ১৩ জন ও ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ৬৬ জনকে।

বর্তমানে পজিটিভ সংখ্যা ২৬ টি (সদরে ১৩, গাংনীতে ০৯, মুজিবনগরে

০৪)। ১৪ মার্চ ২০২১ থেকে গতকাল পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা- ১৩৬ জন।

ভিন্ন সূরে পাওয়া পজিটিভদের পরিচয়- মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজারের আনিসুজ্জামান (৭৫), গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়ার ফাজিয়া তাসমিন রেবা (২১),মরিয়ম খাতুন (৪০) ও মুজিবনগর উপজেলার কমরপুরের আসাদুল্লাহ (৬১)।

এক চড়ে পদ হারালেন ইবি’র শিক্ষক

ক্যাম্পাসের গাছ থেকে আম পাড়ায় এক শিক্ষার্থীকে থাপ্পড় দেয়ার অভিযোগে কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) সহকারী প্রক্টর আরিফুল ইসলামকে তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম তাকে এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন।

রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) আতাউর রহমান বলেন, বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রভাষক আরিফুল ইসলামকে সহকারী প্রক্টর পদ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন ভিসি স্যার ড. শেখ আবদুস সালাম। ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর লিখিত অভিযোগ ও প্রক্টরিয়াল বডির প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়।

প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার (২৩ এপ্রিল) বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান ও তথ্যপদ্ধতি বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী হাসান আলী তার স্ত্রীকে নিয়ে ক্যাম্পাসে ঘুরতে আসেন।

এসময় গাছ থেকে কয়েকটি আম পাড়ায় সেখানে উপস্থিত সহকারী প্রক্টর আরিফুল ইসলামের সঙ্গে ওই শিক্ষার্থীর কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে তিনি ওই শিক্ষার্থীকে চড় মারেন। পরে তাকে ও তার স্ত্রীকে আবাসিক হলে আটকে রেখে এক ঘণ্টা পর তাদের ছেড়ে দেয়া হয়।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী ওইদিন বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের

প্রক্টর বরাবর লিখিত অভিযোগ দেন। অভিযোগপত্রে সহকারী প্রক্টর আরিফ কর্তৃক শারীরিক ও মানসিকভাবে লাঞ্ছনার বিষয়টি তুলে ধরে ধরেন। পরে অভিযোগ প্রতিবেদন আকারে উপাচার্যের কাছে প্রেরণ করা হলে উপাচার্য অভিযুক্ত সহকারী প্রক্টরকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন।

মেহেরপুরে মাস্ক পরিধানে গুরুত্ব বাড়লেও স্বাস্থ্যবিধি মানছে না কেউ জনসাধরণের উপচে পড়া ভীড়

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে দীর্ঘদিন পর লকডাউন শিথিল করায় মেহেরপুর হাট-বাজার ও বিপনী বিতানগুলোতে ঈদের কেনাকাটা শুরু হয়েছে। দোকানগুলোতে উপচে পড়া ভীড় দেখা গেছে। মাস্ক পরিধান কিছুটা নিশ্চিত হলেও স্বাস্থ্যবিধি মানছে কেউ। মেহেরপুরে স্বাস্থ্য বিধি না মেনেই সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত কেনাবেচায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন ক্রেতা-বিক্রেতারা।

লকডাউন ঘোষণা করায় দোকান পাট বন্ধ থাকার দীর্ঘদিন পর দোকানপাট খুলে দেওয়ায় ঈদের কেনাকাটা করতে বাজারগুলোতে জনস্রোতের শুরু হয়েছে। দোকানে দোকানে মানুষের উপচে পড়া ভীড় দেখা গেছে। মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করতে বিগতদিনে স্থানীয় প্রশাসনের বিভিন্ন কার্যক্রম দেখা গেলেও স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন হলেও তেমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি।

এদিকে ব্যাংক খোলা থাকায় সেখানেও ভীড় জমাচ্ছে গ্রাহকরা। সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, ঈদকে সামনে রেখে কেনাবেচা জমে উঠছে মেহেরপুরের মার্কেট ও বিপনীবিতানগুলোতে। বাহারি রঙের দেশি-বিদেশি পোশাক সাজিয়ে বসেছেন দোকানিরা। আর সব শ্রেণির মানুষ ছুটছেন ঈদের পোশাক কেনার জন্য। অনেকে আবার শিশু-কিশোরসহ পরিবারের সবার সাথে বেরিয়েছেন কেনাকাটা করতে।

কোনো রকম স্বাস্থ্য বিধি না মেনেই কেনাকাটা করছেন ক্রেতা- বিক্রেতারা। মাস্ক বা গ্লোভস ব্যবহার তো দূরের কথা মানা হচ্ছে না সামাজিক দূরত্ব। একে অপরের সাথে গা ঘেঁষে ঘুরছেন মার্কেটগুলোতে। এতে করোনা ঝুঁকি বাড়লেও সচেতন নন কেউ। তবে ক্রেতাদের অভিযোগ দোকানগুলোতে করোনা প্রতিরোধে রাখা হয়নি কোনো কার্যকর ব্যবস্থা। বিক্রেতাদের দাবি নিয়ম মানছেন না ক্রেতারা।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলম জানান, নিয়ম না মেনে ব্যবসা পরিচালনা করলে তাদের বিরুদ্ধ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জনগনকেও সচেতন হতে হবে।

ঝিনাইদহে সংবাদপত্র বিক্রয় কর্মী মাঝে উপহার সামগ্রী বিতরণ

ঝিনাইদহ জেলা হকার্স সমিতি, সংবাদপত্র বিক্রয় কর্মী, মাইক্রো ড্রাইভার, বাবুর্চিসহ নিম্নআয়ের প্রায় ২শতাধিক মানুষের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান স্টেডিয়ামে এসব নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে ১০ কেজি চাল ও ৫ শ’ করে টাকা প্রত্যেকের হাতে তুলে দেন জেলা প্রশাসক মো: মজিবর রহমান।

সেসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) সেলিম রেজা, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এসএম শাহীন, জেলা তথ্য অফিসার আবু বকর সিদ্দিক, প্রেসক্লাবের সভাপতি এম রায়হান, সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান টিপুসহ জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগন।
করোনাকালে চাল ও নগদ টাকা পেয়ে খুবই খুশী লকডাউনে থাকা এসব কর্মহীন নিম্ন আয়ের মানুষগুলো।

জেলা প্রশাসক মজিবর রহমান বলেন ইতমধ্যে আমরা ১হাজার ৫শ জন

কর্মহীন নিম্নআয়ের মানুষের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই উপহার সামগ্রী বিতরণ করেছি। আরও কিছুদিন এই সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলে জানা গেছে।

স্বাস্থ্য বিধি মানতে উদাসীন বিক্রেতারা

বদলে গেছে গাংনীর বিভিন্ন মার্কেটের চিত্র। শুরু হয়েছে ঈদ উৎসবের আমেজ। খুলে দেওয়া মার্কেটগুলোতে বিরাজ করছে কোলাহলমুখর পরিবেশ। গায়ে গা মিশিয়ে, পায়ে পা লাগিয়ে অবিরাম চলছেন সবাই। সবার লক্ষ্য ঈদ উপলক্ষে কেনাকাটা করা।

অন্যান্য বছরের মতো না হলেও মোটামুটি তিন দিনের ব্যবধানেই সেজেছে দোকানগুলো। এসব দেখে কারো মনে হওয়ার উপায় নেই যে দেশে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব চলছে। ক্রেতা- বিক্রেতাদের মধ্যে স্বাস্থ্য বিধি মানার বিষয়টি গুরুত্বহীণ। ক্রেতারা স্বাসথ্য বিধি কিছুটা মানলেও মানেছেনা দোকান মালিক ও শ্রমিকেররা। এতে করে করোনা ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে বলে আশংকা করছেন চিকিৎসকরা।

মঙ্গলবার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে এমন চিত্র দেখা গেছে যেন করোনার আতঙ্ক মিলিয়ে গেছে। জমে উঠেছে মার্কেটগুলো। কেউ কিনছেন আবার কেউ দেখছেন। অনেক দোকানী আড়মোড়া ভেঙ্গেছেন। পোশাক এবং প্রসাধনীর দোকানে ক্রেতাদের ভিড় বেশি। এসব মার্কেটের অনেক জায়গায় মানা হচ্ছে না স্বাস্থ্যবিধি। করোনার সংক্রমণ রোধে নেই সামাজিক দূরত্ব । অধিকাংশ দোকানি বা ক্রেতার নেই মাস্ক ।

ব্যবসায়ীরা বলছেন, তারা পেটের দায়েই দোকান খুলেছেন। দীর্ঘদিন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়েছেন। ঈদকে সামনে রেখে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালু করায় সেই ক্ষতির পরিমাণ কিছুটা হলেও কমিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে। তবে স্বাস্থ্য বিধি মানতে নারাজ খরিদ্দাররা।

এসএম প্লাজার কাজল বস্ত্রালয়ের সামনে জনসমাগম দেখা যায়। কোনো

আলমডাঙ্গায় স্বাস্থ্য বিধি না মানায় ৩ দোকানে ২ হাজার টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গা অফিসঃ আলমডাঙ্গায় সর্বাত্মক লকডাউনের মধ্যেই সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী দোকান ও শপিং মল খুলে ব্যবসা করছে ব্যবসায়ীরা।

ব্যবসা পরিচালনার পাশাপাশি স্বাস্থ্য বিধি মেনে ও সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে এ ব্যবসা পরিচালনার কথা থাকলেও এ রুপ ভিন্ন।

সকাল ১০ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত দোকান পাট খোলা রেখে ব্যবসা পরিচালনা না করায় আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে।

এ আদালত পরিচালনা করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারি কমিশনার ভূমি হুমায়ন কবির বাদশা। এসময় ৩ টি কাপড়ের দোকানে স্বাস্থ্য বিধি না মানায় ২ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

এ আদালতের সময় উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ আলমঙ্গীর কবির।

ধান কেটে কৃষকের ঘরে তুলে দিল চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগ

বাম্পার ফলন হলেও করোনা পরিস্থিতিতে শ্রমিক ও আর্থিক সংকটের কারণে ধান কাটা নিয়ে বিপাকে পড়েছেন অনেক কৃষক। কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে দলীয় নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের